আল্লাহর শপথ-২

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত "আল্লাহর শপথ" পর্ব-২ আল্লাহ নিজের সত্তার শপথ করেছেন। তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন বস্তুর শপথ করেছেন।

এ সমস্ত শপথের পর যে মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছে ১) আল্লাহর একত্ববাদ Monotheism ২)পবিত্র কোরআন আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী Divine revelation ৩)রসুল প্রেরণের সত্যতা Authenticity of Prophet ৪)বিচারের দিনের সংঘটন অবশ্যম্ভাবী Add weight to the reality of reckoning ৫)মানুষের অবস্থা বর্ণনা Emphasize the state of man ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সাবা

১)কাফেররা বলে,' কিয়ামত আমাদের কাছে আসবেই না' তুমি বলো,'হ্যাঁ, আমার প্রভুর শপথ, সেটা অবশ্যই তোমাদের কাছে আসবে।

সুরা ৩৪ ,আয়াতঃ ৩

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ
لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ
كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣﴾

কাফিররা বলে আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলঃ হ্যাঁ আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ কিছু; বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরাঃ ইয়াসীন

২) শপথ বিজ্ঞানময় কোরয়ানের। অবশ্যই তুমি রাসুলদের একজন,(প্রতিষ্ঠিত আছো) সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর।

সুরা ৩৬ ইয়াসীন, আয়াতঃ ১,২,৩,৪

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾

১)ইয়াসীন।

২) (শপথ) প্রজ্ঞাময় কুরআনের।

৩) তুমি অবশ্যই রসুলদের অন্তর্ভুক্ত।

৪) তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সাফ্‌ফাত

৩) শপথ ফেরেশতাদের । নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্‌ এক ও একক।

সুরা ৩৭ আস সাফ্‌ফাত, আয়াতঃ ১,২,৩,৪,৫

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾

اِنَّ اِلٰـهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾

১) শপথ তাদের যারা (ফেরেশতাগণ) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।

২) ও যারা কঠোর পরিচালক (মেঘমালার)

৩) এবং যারা কুরআন আবৃত্তিতে রত।

৪)নিশ্চয়ই তোমাদের মা’বুদ এক।

৫) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রতিপালক এবং প্রতিপালক সকল উদয় স্থলের।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সোয়াদ

৪) সোয়াদ, উপদেশ পরিপূর্ণ আল কোরআনের শপথ। বরং যারা কুফরী করছে তারাই রয়েছে চরম হঠকারিতা ও বিরোধীতায় নিমজ্জিত।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ১,২,৩

صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِی الذِّکْرِ ۟ۚ(١) بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ (٢)

کَمْ اَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّ لَاتَ حِیْنَ

مَنَاصٍ (٣)

১)সোয়া-দ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের!

২)কিন্তু কাফিররা ঔদ্ধত্য(অহংকার) ও বিরোধিতায় (ডুবে আছে।)।

৩)এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন তারা আর্তচিৎকার করেছিলো; কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোন উপায়ই ছিল না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আয্ যুখরুফ

৫) হা মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। আমি এই কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার।

সুরা ৪৩ আয্ যুখরুফ ,আয়াতঃ ১,২,৩,৪

حٰمٓ (١) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (٢)

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٣)

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ (٤)

১) হা-মীম,

২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;

৩) আমি এটা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন রূপে , যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৪) এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে ; (লাওহে মাহফুজে) এটা উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন প্রজ্ঞাময়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আদ দুখান

৬)হা মীম। শপথ এই সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি এটিকে নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে। আমি তো সতর্ককারী।

সুরা ৪৪ আদ দুখান, আয়াতঃ ১,২,৩,৪,৫,৬

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۗ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾

১)হা-মীম,

২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের,

৩) আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে;(শবে কদরে) আমি তো সতর্ককারী।

৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞপূর্ণ বিষয় ফয়সালা হয়।

৫) আমার আদেশক্রমে , আমি তো রাসুল প্রেরণ করে থাকি।

৬)তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ক্কাফ

৭)কা’ফ, কোরআন মজীদের শপথ। বরং তারা বিস্মিত হচ্ছে এ কারণে যে, তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে এসেছে একজন সতর্ককারী।

সুরা ৫০ কাফ, আয়াতঃ ১,২,৩

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ

عَجِيْبٌ ۝٢

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣

১)ক্কাফ, শপথ কুরআন মজীদের।

২) কিন্তু কাফিররা তাদের মধ্য হ’তে একজন সতর্ককারী আবির্ভুত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে ও বলেঃ এটা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

৩) আমাদের মৃত্যু হলে আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হব,(অতঃপর আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব?) সে প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আয যারিয়াত

৮) শপথ অনুঝড়ের, ভারী বহনকারী মেঘমালার, সহজ গতি নৌযানের,

১ ২ ৩

কাজ বন্টনকারী ফেরেশতাদের,

৪

তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্য অবশ্যই সত্য। প্রতিফল দিবস অবশ্যই সঙঘটিত হবে। শপথ অনেক পথবিশিষ্ট আসমানের।

৫

নিশ্চয়ই তোমরা লিপ্ত (আল্লাহর রাসুল ও কোরআন সম্পর্কে) পরস্পর বিরোধী কথাবার্তায়।

সুরা ৫১ আয্ যারিয়াত, আয়াতঃ ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۙ ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۙ ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۙ ﴿٣﴾

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ ﴿٤﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ ﴿٥﴾

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۗ ﴿٦﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ ﴿٧﴾

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ ﴿٨﴾ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۗ ﴿٩﴾

১) শপথ ধূলিঝড় ঝঞ্জার, যা ধূলা বালিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

২)শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের,

৩)শপথ স্বচ্ছন্দ গতিতে বয়ে যাওয়া নৌযানের,

৪)শপথ কর্ম বন্টনকারীদের(ফেরেশতাদের-)

৫)তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

৬) কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।

৭) শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের,

৮) তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।

৯)যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে তা পরিত্যাগ করে,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত তুর

৯।শপথ তুর পাহাড়ের, সেই কিতাবের যা ছত্রে ছত্রে লিখিত খোলা পৃষ্ঠায়,

১ ২

বায়তুল মামুরের , উচু ছাদের(আকাশের), উত্তাল সাগরের

৩ ৪ ৫

নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর আযাব সঙঘটিত হবেই।

সুরা ৫২ আত তুর, আয়াতঃ ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮

وَالطُّوْرِ ۙ﴿١﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ﴿٢﴾ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ﴿٣﴾

وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ﴿٤﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ﴿٥﴾

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ﴿٦﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ﴿٧﴾

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ﴿٨﴾

১)শপথ তূর পর্বতের,

২) শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে

৩) খোলা পত্রে;

৪)শপথ বায়তুল মা’মূরের,

৫) শপথ সমুন্নত আকাশের,

৬)এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের-

৭)তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যম্ভাবী,

৮) এর প্রতিহতকারী কেউ নেই।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাজম

১০।শপথ নক্ষত্রের যখন তারা অস্তমিত হয়। তোমাদের সাথি বিপথগামীও হয়নি, বিভ্রান্তও হয়নি।

সুরা ৫৩ আন নাজম, আয়াতঃ১,২,৩,৪

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ﴿۱﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ﴿۲﴾

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ؕ﴿۳﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ﴿۴﴾

১) শপথ তারকারাজির, যখন সেটা হয় অস্তমিত,

২)তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নয়, বিভ্রান্তও নয়।

৩)এবং তিনি প্রবৃত্তি হতেও কথা বলেন না।

৪)এটা তো এক ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।

উপরোক্ত আয়াতে ১)আল্লাহ নিজের সত্তার শপথ করে বলেছেন, কিয়ামত অবশ্যই তোমাদের কাছে আসবে;২)বিজ্ঞানময় , উপদেশ পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট, কোরআন মজীদে শপথ করেছেন ৫টি জায়গায় এবং রাসুলকে সত্যায়িত করেছেন। কাফেররা চরম হঠকারিতা ও বিরোধীতায় নিমজ্জিত, কোরআন নাযিল করেছি আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে তোমরা বিস্মিত হচ্ছো যে তোমাদের মধ্য থেকে রসূল সতর্ককারী হিসাবে তোমাদের কাছে এসেছে; ৩)ফেরেশতাদের শপথ করে আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের ইলাহ্ এক ও একজন। ৪) ৪টি জিনিসের শপথ করেছেন অনুঝড়, মেঘমালা, নৌযান, ফেরেশতা, এবং বলেছেন প্রতিফল দিবস অবশ্যই সঙঘটিত হবে এবং আসমানের শপথ করে বলেছেন তোমরা রসূল ও কোরআন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কথাবার্তায় লিপ্ত। ৫) ৫টি জিনিসের শপথ করেছেন তুর পাহাড়, আল কোরআন, বায়তুল মামুর, আকাশ, উত্তাল সাগর,এবং বলেছেন প্রভুর আযাব(অর্থাৎ কেয়ামত) অবশ্যই সঙঘটিত হবে। এক বাক্যে বলতে গেলে নিজের সত্তা ও এগারোটি (আল্লাহর) সৃষ্টির শপথ করে। ক)তৌহিদ খ) রিসালাত গ) আখেরাত সম্পর্কেই বলেছেন। এ তিনটিই মুসলমান ও মুমিনদের ভিত্তি। আসুন আমরা আমাদের ভিত মজবুত করি।

আমীন ।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

....